শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)

শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

"মুক্তি"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী,
মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং কিভাবে বৈবস্বত মনুর বংশ সোমবংশ বা চন্দ্রবংশে প্রবেশ করে।

মহারাজ পরীক্ষিতের অভিলাষ অনুসারে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বৈবস্বত মনুর বংশ বর্ণনা করেন। বৈবস্বত মনু পূর্বে দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত ছিলেন। এই বংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে শুকদেব গোস্বামী বলেন, ভগবান যখন প্রলয়পয়োধি জলে শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর নাভিপদ্ম থেকে কিভাবে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির উৎপত্তি হয় এবং তাঁর পুত্র ছিলেন কশ্যপ। কশ্যপ থেকে অদিতির গর্ভে বিবস্বানের জন্ম হয়, এবং বিবস্বান থেকে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনুর জন্ম হয়। শ্রাদ্ধদেবের পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ প্রভৃতি দশ পুত্রের জন্ম হয়।

ইক্ষ্বাকুর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনু নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠের কৃপায় তিনি মিত্র এবং বরুণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। বৈবস্বত মনু যদিও পুত্র কামনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নীর ইচ্ছাক্রমে ইলা নাম্নী একটি কন্যার জন্ম হয়। কন্যা লাভ করে মনু কিন্তু সন্তুষ্ট হননি। তখন মনুর প্রীতি সাধনের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, মনুর কন্যা ইলা যেন একটি বালকে পরিণত হয়, এবং ভগবান তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এইভাবে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক সুন্দর যুবকে পরিণত হন।

এক সময় সুদ্যুম্ন অমাত্যগণ সহ সুমেরু পর্বতের পাদদেশে সুকুমার নামক বনে মৃগয়া করার জন্য প্রবেশ করা মাত্র তাঁর গণসহ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেন, কিভাবে সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর চন্দ্রদেবের পুত্র বুধকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেন এবং পুরূরবা নামক এক পুত্র লাভ করেন। মহাদেবের কাছে সুদ্যুম্ন বর লাভ করেন যে, তিনি একমাস স্ত্রীরূপে এবং একমাস পুরুষরূপে থাকবেন। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্য ফিরে পান এবং উৎকল, গয় ও বিমল নামক তিনটি পুত্র লাভ করেন। সেই পুত্রেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তারপর তিনি পুরূরবার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

মন্বন্তরাণি সর্বাণি ত্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য হরেস্তত্র কৃতানি চ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **মন্বন্তরাণি**—বিভিন্ন মনুর শাসনকাল; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উক্তানি**—বর্ণিত হয়েছে; **শ্রুতানি**—শুনেছি; **মে**—আমার দ্বারা; **বীর্যাণি**—অদ্ভুত কার্যকলাপ; **অনন্ত-বীর্যস্য**—অন্তহীন শক্তিসম্পন্ন ভগবানের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **তত্র**—সেই সমস্ত মন্বন্তরে; **কৃতানি**—যা অনুষ্ঠিত হয়েছে; **চ**—ও।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন মনুর শাসনকাল এবং সেই শাসনকালে অনন্তবীর্য ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করতে পেরেছি।

শ্লোক ২-৩

যোঽসৌ সত্যব্রতো নাম রাজর্ষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ ।
জ্ঞানং যোঽতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া ॥ ২ ॥
স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্ ।
ত্বত্তস্তস্য সুতাঃ প্রোক্তা ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা নৃপাঃ ॥ ৩ ॥

যঃ অসৌ—যিনি পরিচিত ছিলেন; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত; **নাম**—নামে; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি; **দ্রবিড়-ঈশ্বরঃ**—দ্রবিড় দেশের রাজা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যঃ**—যিনি; **অতীত-কল্প-অন্তে**—পূর্ব মন্বন্তরের অবসানে অথবা পূর্ব কল্পান্তে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পুরুষ-সেবয়া**—ভগবানের সেবার দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিবস্বতঃ**—বিবস্বানের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মনুঃ আসীৎ**—বৈবস্বত মনু হয়েছিলেন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—আমি শ্রবণ করেছি; **ত্বত্তঃ**—আপনার কাছ থেকে; **তস্য**—তাঁর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **ইক্ষ্বাকু-প্রমুখাঃ**—ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি; **নৃপাঃ**—বহু রাজা।

অনুবাদ

দ্রবিড় দেশের ঋষিতুল্য রাজা সত্যব্রত, যিনি পূর্ব কল্পান্তে ভগবানের কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হয়েছিলেন। আমি এই জ্ঞান আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতিরা তাঁর পুত্র ছিলেন তাও আমি আপনার কাছে জানতে পেরেছি।

শ্লোক ৪

তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশানুচরিতানি চ ।
কীর্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥ ৪ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত রাজাদের; **বংশম্**—বংশ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী); **বংশ-অনুচরিতানি চ**—তাঁদের বংশ এবং গুণাবলী; **কীর্তয়স্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মহা-ভাগ**—হে মহা সৌভাগ্যবান; **নিত্যম্**—সর্বদা; **শুশ্রূষতাম্**—শ্রবণ করতে ইচ্ছুক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে মহা সৌভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, হে মহান্ ব্রাহ্মণ! দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই সমস্ত রাজাদের বংশ এবং গুণাবলী পৃথকভাবে বর্ণনা করুন, কারণ আমরা সর্বদা সেই কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক।

শ্লোক ৫

যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে ।
তেষাং নঃ পুণ্যকীর্তীনাং সর্বেষাং বদ বিক্রমান্ ॥ ৫ ॥

যে—যে সমস্ত; **ভূতাঃ**—আবির্ভূত হয়েছেন; **যে**—যাঁরা; **ভবিষ্যাঃ**—ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন; **চ**—ও; **ভবন্তি**—রয়েছেন; **অদ্যতনাঃ**—বর্তমানে; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **তেষাম্**—তাঁদের; **নঃ**—আমাদের; **পুণ্য-কীর্তীনাম্**—যাঁরা অত্যন্ত পুণ্যবান এবং বিখ্যাত; **সর্বেষাম্**—তাঁদের সকলের; **বদ**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **বিক্রমান্**—পরাক্রম।

অনুবাদ

এই বৈবস্বত মনুর বংশে যে সমস্ত বিখ্যাত রাজাদের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন, এবং যাঁরা এখন বর্তমান রয়েছেন, তাঁদের সকলের বিক্রম আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৬

শ্রীসূত উবাচ

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্ছুকঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ৬ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্‌**—এইভাবে; **পরীক্ষিতা**—পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **সদসি**—সভায়; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্‌**—ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষিদের; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **প্রোবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ভগবান্‌**—পরম শক্তিমান; **শুকঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **পরম-ধর্মবিৎ**—পরম ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরম ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

শ্রূয়তাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্যেণ পরন্তপ ।
ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শ্রূয়তাম্‌**—আমার কাছে শ্রবণ করুন; **মানবঃ বংশঃ**—মনুর বংশ; **প্রাচুর্যেণ**—যত বিস্তারিতভাবে সম্ভব; **পরন্তপ**—হে শত্রুজয়ী রাজন্‌; **ন**—না; **শক্যতে**—সক্ষম হয়; **বিস্তরতঃ**—অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে; **বক্তুম্‌**—বর্ণনা করতে; **বর্ষ-শতৈঃ অপি**—একশ বছর ধরে তা করলেও।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব বললেন—হে শত্রুজয়ী মহারাজ! এখন আমার কাছে বিস্তারিতভাবে মনু বংশের বর্ণনা শ্রবণ করুন। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা বর্ণনা করব, কারণ তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ একশ বছর ধরে বর্ণনা করলেও শেষ হবে না।

শ্লোক ৮

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৮ ॥

পর-অবরেষাম্—উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরের সমস্ত জীবদের; **ভূতানাম্**—যারা জড় শরীর ধারণ করেছে (বদ্ধ জীব); **আত্মা**—পরমাত্মা; **যঃ**—যিনি; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পরঃ**—চিন্ময়; **সঃ**—তিনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আসীৎ**—বিরাজমান ছিলেন; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **কল্প-অন্তে**—কল্পের অবসানে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **ন**—না; **কিঞ্চন**—কোন কিছু।

অনুবাদ

উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত প্রাণীদের পরমাত্মা সেই পরম পুরুষই কেবল কল্পান্তে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছাড়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না।

তাৎপর্য

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মনুবংশের বর্ণনা করতে গিয়ে শুরুতেই বলেছেন যে, সারা বিশ্ব যখন প্রলয়বারিতে প্লাবিত হয়, তখন কেবল ভগবানই বিরাজ করেন, অন্য কেউ আর থাকে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বর্ণনা করবেন ভগবান কিভাবে একে একে সব কিছু সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৯

তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরণ্ময়ঃ ।
তস্মিঞ্জজ্ঞে মহারাজ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ ॥ ৯ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবানের); **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **সমভবৎ**—উদ্ভূত হয়েছিল; **পদ্ম-কোষঃ**—একটি পদ্ম; **হিরণ্ময়ঃ**—হিরণ্ময় নামক অথবা স্বর্ণময়; **তস্মিন্**—সেই সোনার পদ্মে; **জজ্ঞে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **মহারাজ**—হে রাজন্; **স্বয়ম্ভূঃ**—স্বয়ং প্রকাশিত, অর্থাৎ মাতা ব্যতীত যাঁর জন্ম হয়েছিল; **চতুঃ-আননঃ**—চতুর্মুখ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই পরম পুরুষ ভগবানের নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল, সেই পদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ১০

মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ ॥ ১০ ॥

মরীচিঃ—মরীচি নামক মহর্ষি; **মনসঃ তস্য**—ব্রহ্মার মন থেকে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্য অপি**—মরীচি থেকে; **কশ্যপঃ**—কশ্যপের (জন্ম হয়েছিল); **দাক্ষায়ণ্যাম্**—মহারাজ দক্ষের কন্যার গর্ভে; **ততঃ**—তারপর; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **বিবস্বান্**—বিবস্বান; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সুতঃ**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির জন্ম হয়েছিল, এবং মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপের জন্ম হয়েছিল। কশ্যপ থেকে অদিতির গর্ভে বিবস্বান জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১১-১২

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত ।
শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্ ॥ ১১ ॥
ইক্ষ্বাকুনৃগশর্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরূষকান্ ।
নরিষ্যন্তং পৃষধ্রং চ নভগং চ কবিং বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—বিবস্বান থেকে; **মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ**—শ্রাদ্ধদেব নামক মনু; **সংজ্ঞায়াম্**—(বিবস্বানের পত্নী) সংজ্ঞার গর্ভে; **আস**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভারত**—হে ভরত বংশের তিলক; **শ্রদ্ধায়াম্**—(শ্রাদ্ধদেবের পত্নী) শ্রদ্ধার গর্ভে; **জনয়াম্ আস**—

জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দশ**—দশ; **পুত্রান্**—পুত্র; **সঃ**—সেই শ্রাদ্ধদেব; **আত্মবান্**—তার ইন্দ্রিয় জয় করে; **ইক্ষ্বাকু-নৃগ-শর্যাতি-দিষ্ট-ধৃষ্ট-করূষকান্**—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট এবং করূষক নামক; **নরিষ্যন্তম্**—নরিষ্যন্ত; **পৃষধ্রম্ চ**—এবং পৃষধ্র; **নভগম্ চ**—এবং নভগ; **কবিম্**—কবি; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

হে ভারত! বিবস্বান থেকে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জিতেন্দ্রিয় শ্রাদ্ধদেব তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি নামক দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অপ্রজস্য মনোঃ পূর্বং বসিষ্ঠো ভগবান্ কিল ।
মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোদ্ বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অপ্রজস্য—অপুত্রক; **মনোঃ**—মনুর; **পূর্বম্**—পূর্বে; **বসিষ্ঠঃ**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **ভগবান্**—শক্তিমান; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **মিত্রা-বরুণয়োঃ**—মিত্র এবং বরুণ নামক দেবতাদ্বয়ের; **ইষ্টিম্**—যজ্ঞ; **প্রজা-অর্থম্**—পুত্র উৎপাদনের জন্য; **অকরোৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহাত্মা।

অনুবাদ

প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র লাভের নিমিত্ত মিত্র এবং বরুণ দেবতার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তত্ত্বজ্ঞানী এবং অত্যন্ত শক্তিমান মহর্ষি বশিষ্ঠ একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত ।
দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা ॥ ১৪ ॥

তত্র—সেই যজ্ঞে; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **মনোঃ**—মনুর; **পত্নী**—পত্নী; **হোতারম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতের কাছে; **সমযাচত**—যথাযথভাবে প্রার্থনা করেছিলেন; **দুহিতৃ-অর্থম্**—একটি কন্যার জন্য; **উপাগম্য**—নিকটে এসে; **প্রণিপত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **পয়ঃব্রতা**—যিনি কেবল দুগ্ধ পান করে ব্রত পালন করেন।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার কাছে গিয়ে, প্রণতি নিবেদন করে একটি কন্যা লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রেষিতোঽধ্বর্যুণা হোতা ব্যচরৎ তৎ সমাহিতঃ ।
গৃহীতে হবিষি বাচা বষট্‌কারং গৃণন্ দ্বিজঃ ॥ ১৫ ॥

প্রেষিতঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে আদিষ্ট হয়ে; **অধ্বর্যুণা**—ঋত্বিক পুরোহিতের দ্বারা; **হোতা**—আহুতি নিবেদনকারী প্রধান পুরোহিত; **ব্যচরৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **তৎ**—সেই (যজ্ঞ); **সমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগপূর্বক; **গৃহীতে হবিষি**—প্রথম আহুতির জন্য ঘৃত গ্রহণ করে; **বাচা**—মন্ত্র উচ্চারণ করে; **বষট্-কারম্**—বষট্ শব্দের দ্বারা আরম্ভ মন্ত্র; **গৃণন্**—উচ্চারণ করে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

"এখন আহুতি নিবেদন কর," প্রধান পুরোহিতের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে হোতা ঘৃত আহুতি দিয়েছিলেন। তিনি তখন মনুপত্নীর প্রার্থনা স্মরণ করে 'বষট্' শব্দসহ মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

হোতুস্তদ্ব্যভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ ।
তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিতুষ্টমনা গুরুম্ ॥ ১৬ ॥

হোতুঃ—পুরোহিতের; **তৎ**—যজ্ঞের; **ব্যভিচারেণ**—সেই অন্যায় আচরণের দ্বারা; **কন্যা**—একটি কন্যা; **ইলা**—ইলা; **নাম**—নামক; **সা**—সেই কন্যা; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **তাম্**—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মনুঃ**—মনু; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **ন**—না; **অতি-তুষ্ট-মনাঃ**—সন্তুষ্ট; **গুরুম্**—তাঁর গুরুকে।

অনুবাদ

মনু পুত্র লাভের জন্য সেই যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পুরোহিত মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যা লাভের সঙ্কল্প করেছিলেন, তার ফলে ইলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যা দর্শন করে মনু অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মনুর কোন সন্তান না থাকায়, কন্যা হলেও সেই সন্তান লাভে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন ইলা। কিন্তু পরে পুত্রের পরিবর্তে কন্যাকে দর্শন করে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। যেহেতু তাঁর কোন সন্তান ছিল না, তাই তিনি নিশ্চয়ই ইলার জন্মের ফলে আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ভগবন্ কিমিদং জাতং কর্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
বিপর্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ ব্রহ্মবিক্রিয়া ॥ ১৭ ॥

ভগবন্—হে প্রভু; **কিম্ ইদম্**—কেন এমন হল; **জাতম্**—জন্ম; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **বঃ**—আপনাদের; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত দক্ষ; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত ফল; **অহো**—আহা; **কষ্টম্**—বেদনাদায়ক; **মা এবম্ স্যাৎ**—এমন হওয়া উচিত ছিল না; **ব্রহ্ম-বিক্রিয়া**—বৈদিক মন্ত্রের বিপরীত ফল।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনারা সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত পারদর্শী। তা হলে আপনাদের ক্রিয়ার ফল বিপরীত হল কেন? এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৈদিক মন্ত্রের এই প্রকার বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়েছে, কারণ কেউই যথাযথভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। বৈদিক মন্ত্র যদি যথাযথভাবে উচ্চারণ করা যায়, তা হলে যে বাসনা নিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় তা অবশ্যই সফল হয়। তাই হরেকৃষ্ণ মন্ত্রকে বলা হয় মহামন্ত্র, তা সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের উর্ধ্বে, কারণ এই মহামন্ত্র কীর্তনের

ফলে বহু প্রকার লাভ হয়। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকের* প্রথম শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের জয় হোক, যা হৃদয়ে বহুকাল ধরে সঞ্চিত সমস্ত কলুষ পরিষ্কার করে এবং সংসাররূপ দাবানল নির্বাপিত করে। এই সংকীর্তন আন্দোলন সমগ্র মানব-সমাজের কাছে এক পরম আশীর্বাদ, কারণ তা চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ মঙ্গলময় কিরণ বিতরণ করে। তা সমস্ত দিব্যজ্ঞানের জীবনস্বরূপ। তা নিরন্তর আনন্দের সমুদ্রকে বর্ধিত করে, এবং যে অমৃত আস্বাদনের জন্য আমরা সর্বদা উৎকণ্ঠিত, প্রতিপদে আমাদের সেই অমৃত আস্বাদন করায়।"

তাই এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা এই যুগে সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যখন বহু ব্যক্তি সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তাকে বলা হয় সংকীর্তন, এবং এই প্রকার যজ্ঞের ফলে আকাশে মেঘের আবির্ভাব হয় (*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*)। এই অনাবৃষ্টির যুগে মানুষ এই অতি সরল সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা অনাবৃষ্টি এবং অন্নাভাবের কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবে। বস্তুতপক্ষে তা সমগ্র মানব-সমাজকে পরিত্রাণ করতে পারে। বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে এবং মানুষেরা নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, কিন্তু মানুষ যদি ঐকান্তিকভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তা হলে অচিরেই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। অন্যান্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এই যুগে যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করার মতো বিদ্বান ব্রাহ্মণ নেই, এমন কি যজ্ঞের উপকরণগুলি পর্যন্ত সংগ্রহ করার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু মানব-সমাজ আজ দারিদ্র্যগ্রস্ত এবং মানুষেরা বৈদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও তাদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই, তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে একমাত্র আশ্রয়। মানুষের কর্তব্য যথেষ্ট বুদ্ধি লাভ করে এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*। যারা মূঢ়মতি তারা এই সংকীর্তনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং এই পন্থাটি গ্রহণ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

যূয়ং ব্রহ্মবিদো যুক্তাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ।
কুতঃ সঙ্কল্পবৈষম্যমনৃতং বিবুধেষ্বিব ॥ ১৮ ॥

যূয়ম্—আপনারা; **ব্রহ্ম-বিদঃ**—পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **যুক্তাঃ**—আত্মসংযত; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **দগ্ধ-কিল্বিষাঃ**—সমস্ত জড় কলুষ দগ্ধ হয়েছে; **কুতঃ**—তা হলে কেন; **সঙ্কল্প-বৈষম্যম্**—সঙ্কল্পিত কার্যের অন্য ফল; **অনৃতম্**—মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, মিথ্যা উক্তি; **বিবুধেষু**—দেবতাদের; **ইব**—অথবা।

অনুবাদ

আপনারা সকলে সংযতচিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ। তপস্যার প্রভাবে আপনাদের সমস্ত জড় কলুষ দগ্ধ হয়েছে। দেবতাদের মতো আপনাদের বাক্যও কখনও মিথ্যা হয় না। তা হলে কেন সঙ্কল্পিত কার্যের এই প্রকার বিপরীত ফল হল?

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেবতাদের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না। তপস্যার দ্বারা, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা এবং পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা কেউ যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন দেবতাদের মতো তাঁর বাক্য এবং আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় না।

শ্লোক ১৯

নিশম্য তদ্ বচস্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ ।
হোতুর্ব্যতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্ ॥ ১৯ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **তৎ বচঃ**—সেই বাক্য; তস্য—তাঁর (মনুর); **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **প্রপিতামহঃ**—প্রপিতামহ বশিষ্ঠ; **হোতুঃ ব্যতিক্রমম্**—হোতার ব্যতিক্রম; **জ্ঞাত্বা**—বুঝতে পেরে; **বভাষে**—বলেছিলেন; **রবি-নন্দনম্**—সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনুকে।

অনুবাদ

মনু সেই কথা শুনে, হোতার কার্যে যে ব্যতিক্রম হয়েছিল পরম শক্তিমান প্রপিতামহ বশিষ্ঠ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সূর্যপুত্রকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২০

এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যভিচারতঃ ।
তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজাস্ত্বং স্বতেজসা ॥ ২০ ॥

এতৎ—এই; **সঙ্কল্প-বৈষম্যম্**—সঙ্কল্পের বিপর্যয়; **হোতুঃ**—হোতার; **তে**—তোমার; **ব্যভিচারতঃ**—সঙ্কল্পের বিপরীত আচরণ করার ফলে; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **সাধয়িষ্যে**—আমি সম্পাদন করব; **তে**—তোমার জন্য; **সু-প্রজাস্ত্বম্**—এক অতি সুন্দর পুত্র; **স্ব-তেজসা**—আমার স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

তোমার হোতার সঙ্কল্পের বিপর্যয়বশত ব্যভিচারের ফলে তা ঘটেছে। সে যাই হোক, আমার স্বীয় তেজের দ্বারা আমি তোমাকে একটি সুপুত্র প্রদান করব।

শ্লোক ২১

এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ ।
অস্তৌষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্ত্বকাম্যয়া ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—স্থির করে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **সঃ**—বশিষ্ঠ; **মহা-যশাঃ**—অতি বিখ্যাত; **অস্তৌষীৎ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **আদি-পুরুষম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **ইলায়াঃ**—ইলার; **পুংস্ত্ব-কাম্যয়া**—পুরুষে পরিণত করার জন্য।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরম যশস্বী এবং পরম শক্তিমান বশিষ্ঠ এইভাবে স্থির করে, ইলার পুরুষত্ব কামনায় পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তস্মৈ কামবরং তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
দদাবিলাভবৎ তেন সুদ্যুম্নঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২২ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (বশিষ্ঠকে); **কাম-বরম্**—বাঞ্ছিত বর; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর শ্রীহরি; **দদৌ**—দিয়েছিলেন; **ইলা**—ইলা নাম্নী বালিকা; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তেন**—এই বরের প্রভাবে; **সুদ্যুম্নঃ**—সুদ্যুম্ন নামক; **পুরুষ-ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বশিষ্ঠের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার ফলে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৪

স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে ।
বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবম্ ॥ ২৩ ॥
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাদ্ভুতান্ ।
দংশিতোঽনুমৃগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সুদ্যুম্ন; **একদা**—একসময়; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বিচরন্**—বিচরণ করতে করতে; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ার জন্য; **বনে**—বনে; **বৃতঃ**—সহ; **কতিপয়**—কয়েকজন; **অমাত্যৈঃ**—মন্ত্রী অথবা সহচর; **অশ্বম্**—অশ্বে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সৈন্ধবম্**—সিন্ধু প্রদেশে জাত; **প্রগৃহ্য**—হস্তে ধারণ করে; **রুচিরম্**—সুন্দর; **চাপম্**—ধনুক; **শরান্ চ**—এবং বাণ; **পরম-অদ্ভুতান্**—অতি আশ্চর্যজনক, অসাধারণ; **দংশিতঃ**—বর্ম ধারণ করে; **অনুমৃগম্**—পশুর পিছনে; **বীরঃ**—বীর; **জগাম**—ধাবিত হয়েছিলেন; **দিশম্ উত্তরাম্**—উত্তর দিকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই বীর সুদ্যুম্ন একদিন কয়েকজন অমাত্য পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে বিচরণ করছিলেন। তিনি অঙ্গে কবচ ধারণ করে এবং হস্তে অতি সুন্দর ধনুক ও বিচিত্র শর গ্রহণপূর্বক পশুদের পিছনে ধাবিত হতে হতে অরণ্যের উত্তর দিকে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ ।
যত্রাস্তে ভগবাঞ্ছর্বো রমমাণঃ সহোময়া ॥ ২৫ ॥

সুকুমার-বনম্—সুকুমার নামক বনে; **মেরোঃ অধস্তাৎ**—মেরু পর্বতের পাদদেশে; **প্রবিবেশ হ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—ছিল; **ভগবান্**—মহা শক্তিমান (দেবতা); **শর্বঃ**—শিব; **রমমাণঃ**—আনন্দ উপভোগে মগ্ন; **সহ উময়া**—তাঁর পত্নী উমার সঙ্গে।

অনুবাদ

উত্তর দিকে মেরু পর্বতের নিম্নভাগে সুকুমার নামক একটি বন আছে, যেখানে ভগবান শিব উমাসহ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা ।
অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বং চ বড়বাং নৃপ ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্—সেই বনে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—তিনি; **সুদ্যুম্নঃ**—রাজকুমার সুদ্যুম্ন; **পর-বীর-হা**—শত্রুদমনকারী; **অপশ্যৎ**—দেখেছিলেন; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীরূপে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অশ্বম্ চ**—ঘোটককে; **বড়বাম্**—ঘোটকীরূপে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শত্রু-দমনকারী সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই নিজেকে স্ত্রীরূপে এবং তাঁর ঘোটককে ঘোটকী রূপে দর্শন করলেন।

শ্লোক ২৭

তথা তদনুগাঃ সর্বে আত্মলিঙ্গবিপর্যয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা বিমনসোঽভুবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥

তথা—তেমনই; **তৎ-অনুগাঃ**—সুদ্যুম্নের অনুচরেরা; **সর্বে**—সকলে; **আত্ম-লিঙ্গ-বিপর্যয়ম্**—তাদের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **বিমনসঃ**—বিষণ্ণ; **অভুবন্**—হয়েছিলেন; **বীক্ষমাণাঃ**—দর্শন করতে লাগলেন; **পরস্পরম্**—পরস্পরকে।

অনুবাদ

তাঁর অনুচরেরা যখন দেখলেন যে তাদের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পরস্পরকে অবলোকন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীরাজোবাচ

কথমেবং গুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ ।
প্রশ্নমেনং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কথম্**—কিভাবে; **এবম্**—এই; **গুণঃ**—গুণ; **দেশঃ**—দেশ; **কেন**—কেন; **বা**—অথবা; **ভগবন্**—হে মহা শক্তিমান; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **এনম্**—এই; **সমাচক্ষ্ব**—একটু চিন্তা করুন; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে মহা শক্তিমান ব্রাহ্মণ! সেই স্থানটি কেন এই প্রকার প্রভাবসম্পন্ন ছিল? কোন্ ব্যক্তি তা এইভাবে প্রভাবসম্পন্ন করেছিলেন? দয়া করে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, কারণ তা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়স্তত্র সুব্রতাঃ ।
দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একসময়; **গিরিশম্**—মহাদেবকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **তত্র**—সেই বনে; **সুব্রতাঃ**—ব্রতপরায়ণ; **দিশঃ**—সর্বদিক; **বিতিমির-আভাসাঃ**—সমস্ত অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে; **কুর্বন্তঃ**—তা করে; **সমুপাগমন্**—উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—একদিন ব্রতপরায়ণ ঋষিরা তাঁদের নিজেদের তেজে সমস্ত অন্ধকার দূর করে, সর্বদিক আলোকিত করে মহাদেবকে দর্শন করতে সেই বনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

তান্ বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ।
ভর্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় নীবীমাশ্বথ পর্যধাৎ ॥ ৩০ ॥

তান্—সেই সমস্ত ঋষিদের; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অম্বিকা**—মা দুর্গা; **দেবী**—দেবী; **বিবাসা**—বিবসনা ছিলেন বলে; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **অঙ্কাৎ**—কোল থেকে; **সমুত্থায়**—উঠে; **নীবীম্**—কটিদেশ; **আশু অথ**—অতি শীঘ্র; **পর্যধাৎ**—বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

অম্বিকা দেবী তখন বিবসনা ছিলেন, তাই তিনি ঋষিদের দেখে অত্যন্ত লজ্জিতা হয়েছিলেন এবং তাঁর পতির কোল থেকে উঠে শীঘ্রই তাঁর নীবী আচ্ছাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।
নিবৃত্তাঃ প্রযযুস্তস্মান্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; **অপি**—ও; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রসঙ্গম্**—রতিক্রিয়ায় রত; **রমমাণয়োঃ**—আনন্দমগ্ন; **নিবৃত্তাঃ**—নিবৃত্ত হয়ে; **প্রযযুঃ**—তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছিলেন; **তস্মাৎ**—সেই স্থান থেকে; **নর-নারায়ণ-আশ্রমম্**—নর-নারায়ণের আশ্রমে।

অনুবাদ

হর-পার্বতীকে রতিক্রিয়ায় রত দেখে, ঋষিরাও সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ।
স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ ভবেদিতি ॥ ৩২ ॥

তৎ—সেই কারণে; **ইদম্**—এই; **ভগবান্**—মহাদেব; **আহ**—বলেছিলেন; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর; **প্রিয়-কাম্যয়া**—প্রীতি বিধানের জন্য; **স্থানম্**—স্থান; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **প্রবিশেৎ**—প্রবেশ করবে; **এতৎ**—এখানে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **ভবেৎ**—হবে; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই জন্য মহাদেব তাঁর পত্নীর প্রীতি বিধানের জন্য বলেছিলেন, "যে পুরুষ এখানে প্রবেশ করবে, সে স্ত্রী হয়ে যাবে!"

শ্লোক ৩৩

তত ঊর্ধ্বং বনং তদ্ বৈ পুরুষা বর্জয়ন্তি হি ।
সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্ বনম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ ঊর্ধ্বম্—সেই সময় থেকে; **বনম্**—বন; **তৎ**—তা; **বৈ**—বিশেষ করে; **পুরুষাঃ**—পুরুষেরা; **বর্জয়ন্তি**—প্রবেশ করে না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সা**—স্ত্রীরূপী সুদ্যুম্ন; **চ**—ও; **অনুচর-সংযুক্তা**—তাঁর অনুচরগণ সহ; **বিচচার**—বিচরণ করতে লাগলেন; **বনাৎ বনম্**—এক বন থেকে আর এক বনে।

অনুবাদ

সেই সময় থেকে কোন পুরুষ আর ঐ বনে প্রবেশ করে না। কিন্তু এখন রাজা সুদ্যুম্ন তাঁর অনুচরগণ সহ স্ত্রীরূপে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/২২) বলা হয়েছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

"মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।"

দেহটি ঠিক একটি বসনের মতো, এবং এখানে তার একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুদ্যুম্ন এবং তাঁর পার্ষদেরা ছিলেন পুরুষ, অর্থাৎ তাঁদের আত্মা পুরুষরূপী দেহের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু এখন তাঁরা স্ত্রীতে পরিণত হলেন, অর্থাৎ তাঁদের পোশাকের পরিবর্তন হল। এই পোশাকের পরিবর্তন হলেও কিন্তু তাঁদের আত্মার কোন পরিবর্তন হয়নি। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বারাও পুরুষকে স্ত্রীতে পরিণত করা যায় এবং স্ত্রীকে পুরুষে পরিণত করা যায়। কিন্তু এই দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে দেহের পরিবর্তন হতে পারে। তাই যিনি আত্মজ্ঞান সমন্বিত এবং যিনি জানেন কিভাবে আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, তিনি দেহের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেন না, যা ঠিক একটি পোশাকের মতো। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবানের বিভিন্ন অংশ আত্মাকে দর্শন করেন। তাই তিনি সমদর্শী, তিনি বিজ্ঞ।

শ্লোক ৩৪

অথ তামাশ্রমাভ্যাশে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্ ।
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ—এইভাবে; **তাম্**—তাঁকে; **আশ্রম-অভ্যাশে**—তাঁর আশ্রম সমীপে; **চরন্তীম্**—বিচরণ করতে; **প্রমদা-উত্তমাম্**—কামবাসনা উদ্দীপনকারিণী পরমা সুন্দরী রমণী; **স্ত্রীভিঃ**—অন্য রমণীদের দ্বারা; **পরিবৃতাম্**—পরিবৃতা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **চকমে**—উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন; **ভগবান্**—মহা শক্তিমান; **বুধঃ**—চন্দ্রের পুত্র বুধ।

অনুবাদ

সুদ্যুম্ন কামভাব উদ্দীপনকারিণী এক পরমা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি অন্য রমণীগণ পরিবৃতা ছিলেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁর আশ্রমের সমীপে এই সুন্দরী রমণীটিকে বিচরণ করতে দেখে, তাঁকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিম্ ।
স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥ ৩৫ ॥

সা—স্ত্রীরূপী সুদ্যুম্ন; **অপি**—ও; **তম্**—তাঁকে (বুধকে); **চকমে**—কামনা করেছিলেন; **সুভ্রূঃ**—অতি সুন্দরী; **সোমরাজ-সুতম্**—সোমরাজের পুত্রকে; **পতিম্**—তাঁর পতিরূপে; **সঃ**—তিনি (বুধ); **তস্যাম্**—তাঁর গর্ভে; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুরূরবসম্**—পুরূরবা নামক; **আত্মজম্**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

সেই সুন্দরীও সোমরাজের পুত্র বুধকে পতিত্বে কামনা করেছিলেন। তার ফলে বুধ তাঁর গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৩৬

এবং স্ত্রীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো মানবো নৃপঃ ।
সস্মার স কুলাচার্যং বসিষ্ঠমিতি শুশ্রুম ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ত্রীত্বম্**—স্ত্রীত্ব; **অনুপ্রাপ্তঃ**—এইভাবে প্রাপ্ত হয়ে; **সুদ্যুম্নঃ**—সুদ্যুম্ন নামক পুরুষ; **মানবঃ**—মনুর পুত্র; **নৃপঃ**—রাজা; **সস্মার**—স্মরণ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **কুল-আচার্যম্**—কুলগুরু; **বসিষ্ঠম্**—অত্যন্ত শক্তিমান বশিষ্ঠকে; **ইতি শুশ্রুম**—আমি শুনেছি (নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে)।

অনুবাদ

আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনেছি যে, মনুর পুত্র রাজা সুদ্যুম্ন এইভাবে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

স তস্য তাং দশাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ ।
সুদ্যুম্নস্যাশয়ন্ পুংস্ত্বমুপাধাবত শঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—তিনি, বশিষ্ঠ; **তস্য**—সুদ্যুম্নের; **তাম্**—সেই; **দশাম্**—অবস্থা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **ভৃশ-পীড়িতঃ**—অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে; **সুদ্যুম্নস্য**—সুদ্যুম্নের;

আশংসন্—বাসনা করে; **পুংস্ত্বম্**—পুরুষত্ব; **উপাধাবত**—আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন; **শঙ্করম্**—শিবের।

অনুবাদ

সুদ্যুম্নের সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব ফিরে পাওয়ার কামনায় বশিষ্ঠ তখন শঙ্করের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

তুষ্টস্তস্মৈ স ভগবানৃষয়ে প্রিয়মাবহন্ ।
স্বাং চ বাচমৃতাং কুর্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ৩৮ ॥
মাসং পুমান্ স ভবিতা মাসং স্ত্রী তব গোত্রজঃ ।
ইত্থং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুম্নোঽবতু মেদিনীম্ ॥ ৩৯ ॥

তুষ্টঃ—প্রসন্ন হয়ে; **তস্মৈ**—বশিষ্ঠের প্রতি; **সঃ**—তিনি (মহাদেব); **ভগবান্**—মহা শক্তিমান; **ঋষয়ে**—মহর্ষিকে; **প্রিয়ম্ আবহন্**—তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য; **স্বাম্ চ**—নিজেরও; **বাচম্**—বাণী; **ঋতাম্**—সত্য; **কুর্বন্**—রক্ষা করার জন্য; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **বিশাম্পতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মাসম্**—এক মাস; **পুমান্**—পুরুষ; **সঃ**—সুদ্যুম্ন; **ভবিতা**—হবে; **মাসম্**—অন্য এক মাস; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **তব**—আপনার; **গোত্রজঃ**—তোমার পরম্পরায় জাত শিষ্য; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ব্যবস্থয়া**—ব্যবস্থার দ্বারা; **কামম্**—বাসনা অনুসারে; **সুদ্যুম্নঃ**—রাজা সুদ্যুম্ন; **অবতু**—শাসন করুক; **মেদিনীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেব বশিষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রীতিবিধানের জন্য এবং পার্বতীর কাছে তাঁর বাণীর সত্যতা রক্ষার জন্য সেই মহর্ষিকে বলেছিলেন, "তোমার শিষ্য সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকবে। এইভাবে সে তার ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবী শাসন করুক।"

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *গোত্রজঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত দুটি বংশের গুরুরূপে আচরণ করেন। একটি হচ্ছে তাঁদের শিষ্য-পরম্পরা, এবং অন্যটি হচ্ছে তাঁদের

ঔরসজাত বংশ-পরম্পরা। দুটি ধারাই একই গোত্রের। বৈদিক প্রথায় আমরা দেখতে পাই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈশ্যেরাও একই ঋষির পরম্পরায় রয়েছেন। যেহেতু গোত্র এবং বংশ এক, তাই শিষ্য এবং শৌক্রজাত বংশধরদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই প্রথা ভারতীয় সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে, বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে, যেখানে গোত্রের বিচার করা হয়। এখানে *গোত্রজঃ* শব্দটি বংশোদ্ভূত বলে ইঙ্গিত করে, তা তিনি শিষ্যই হোন অথবা পরিবারের সদস্য হোন।

শ্লোক ৪০

আচার্যানুগ্রহাৎ কামং লব্ধা পুংস্ত্বং ব্যবস্থয়া ।
পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন্ স্ম তং প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥

আচার্য-অনুগ্রহাৎ—শ্রীগুরুদেবের কৃপায়; **কামম্**—বাঞ্ছিত; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **পুংস্ত্বম্**—পুরুষত্ব; **ব্যবস্থয়া**—শিবের ব্যবস্থা অনুসারে; **পালয়াম্ আস**—তিনি শাসন করেছিলেন; **জগতীম্**—সমগ্র বিশ্ব; **ন অভ্যনন্দন্ স্ম**—প্রসন্ন হননি; **তম্**—রাজার প্রতি; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

এইভাবে সুদ্যুম্ন তাঁর গুরুর কৃপায় মহাদেবের বাক্য অনুসারে এক মাস অন্তর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি।

শ্লোক ৪১

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ ।
দক্ষিণাপথরাজানো বভূবুর্ধর্মবৎসলাঃ ॥ ৪১ ॥

তস্য—সুদ্যুম্নের; **উৎকলঃ**—উৎকল নামক; **গয়ঃ**—গয় নামক; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বিমলঃ চ**—এবং বিমল; **ত্রয়ঃ**—তিনটি; **সুতাঃ**—পুত্র; **দক্ষিণা-পথ**—পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **বভূবুঃ**—তাঁরা হয়েছিলেন; **ধর্ম-বৎসলাঃ**—অত্যন্ত ধার্মিক।

অনুবাদ

হে রাজন্, সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিনটি অতি ধার্মিক পুত্র ছিলেন, যাঁরা দক্ষিণাপথের অধিপতি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ ।
পুরূরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তারপর; **পরিণতে কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **প্রতিষ্ঠান-পতিঃ**—রাজ্যের অধিপতি; **প্রভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **পুরূরবসে**—পুরূরবাকে; **উৎসৃজ্য**—প্রদান করে; **গাম্**—পৃথিবী; **পুত্রায়**—তাঁর পুত্রকে; **গতঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

তারপর বার্ধক্য উপনীত হলে, পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন তাঁর পুত্র পুরূরবাকে রাজ্য প্রদান করে বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির কর্তব্য মানুষের পঞ্চাশ বছর বয়স হলে তার পারিবারিক জীবন পরিত্যাগ করা (*পঞ্চাশদ্ ঊর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*)। এই বর্ণাশ্রম বিধান অনুসরণ করে সুদ্যুম্ন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করার জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।